শিল্পবার্তা

বর্ষ: ৭ | সংখ্যা: ১৩ | ভাদ্র: ১৪২৫ | সেপ্টেম্বর: ২০১৮

পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিম এর উপস্থিতিতে
বিএসটিআই এবং টিএসই-এর মধ্যে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্য অধিকতর প্রসারের লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় মান সংস্থা বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) এবং তুরস্কের জাতীয় মানসংস্থা দি টার্কিশ স্ট্যান্ডার্ডস ইন্সটিটিউশন (টিএসই)-এর মধ্যে পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ বিষয়ে ঢাকায় একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তুরস্কের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিম-এর উপস্থিতিতে ঢাকায় গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৭ এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। বিএসটিআই'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালক সরদার আবুল কালাম এবং টিএসই'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট হুলুসি সেন্টার্ক এ সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষর করেন। এই সমঝোতা স্মারকের উদ্দেশ্য হলো স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, মেট্রোলজি, কনফর্মিটি অ্যাসেসমেন্ট, টেস্টিং ও ক্যালিব্রেশন এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করা। স্মারকটি স্বাক্ষরের মাধ্যমে উভয় পক্ষ স্ট্যান্ডার্ডস, টেকনিক্যাল রেগুলেশন সংক্রান্ত প্রকাশনা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত গবেষণার ক্ষেত্রে পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে একমত হয়। বাংলাদেশের জাতীয় মানসংস্থার সাথে তুরস্কের জাতীয় মানসংস্থার এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে তুরস্ক এবং বাংলাদেশের মধ্যে প্রযুক্তিগত বাধাসমূহ দূর হয়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক কার্যক্রম ত্বরান্বিত হওয়াসহ সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ঢাকায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার-২০১৬' প্রদান অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের মাঝে মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

রাষ্ট্রপতির শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার পেয়েছে ১২ প্রতিষ্ঠান

শিল্পায়নের জন্য বেসরকারি উন্নয়নের বিকল্প নেই: রাষ্ট্রপতি

দেশের শিল্পায়নের জন্য বেসরকারি খাতের উন্নয়নের কোনো বিকল্প নেই বলে উল্লেখ করেছেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। তিনি বলেন, 'বেসরকারিখাত যত শক্তিশালী ও দ্রুততর হবে, দেশের শিল্পায়নের গতি তত বেগবান হবে।' গত ২২ মে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে 'রাষ্ট্রপতির শিল্পোন্নয়ন পুরস্কার' প্রদান অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, বেসরকারি খাত ও উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। এসএমইখাতে উদ্যোক্তাদের স্বল্প সুদে ঋণ দেয়া হচ্ছে। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তাদের প্লট দেয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির শিল্পোন্নয়ন পুরস্কার তাদের উৎসাহ প্রদানেরই একটি অংশ। টেকসই ও পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে সরকার ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে বলে জানান রাষ্ট্রপতি। এক কোটি কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রপ্তানি আয় চার হাজার কোটি মার্কিন ডলারে উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে সরকার। সেজন্য এই অর্থনৈতিক অঞ্চলের অধিকাংশ প্লট ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ করা হচ্ছে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখায় ছয়টি ক্যাটাগরিতে ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কার দেন রাষ্ট্রপতি। বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে ফারিহা স্পিনিং মিল, স্পেকট্রা ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড দ্বিতীয় এবং এনভয় টেক্সটাইল লিমিটেড তৃতীয় হয়। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে বিআরবি পলিমার লিমিটেড প্রথম, চট্টগ্রাম ডেনিম মিলস লিমিটেড দ্বিতীয় এবং বসুমতি ডিসট্রিবিউশন লিমিটেড তৃতীয় পুরস্কার পায়। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে প্রথম ময়মনসিংহের রানার অটোমোবাইলস, গাজীপুরের অকো-টেক্স লিমিটেড দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয় আবুল ইন্ডাস্ট্রিজ। মাইক্রো-শিল্প ক্যাটাগরিতে একমাত্র পুরস্কার পেয়েছে স্মার্ট লেদার প্রোডাক্টস। হাইটেক ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পেয়েছে সুপার স্টার ইলেকট্রিক্যাল এক্সেসরিজ লিমিটেড এবং সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড। কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে একমাত্র পদক পেয়েছে কারুপণ্য বয়ন কারখানা। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ এবং শিল্পপতিদের পক্ষে ফারিহা স্পিনিং মিলসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মনির হোসেন বক্তব্য রাখেন। এর আগে অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতিকে একটি সম্মানসূচক ক্রেস্ট উপহার দেন শিল্পমন্ত্রী।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে বাংলাদেশ এবং তুরস্কের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং তুরস্কের স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

ঢাকায় গত ১৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী Binali Yildirim এর উপস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতের উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশন এবং তুরস্কের স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (KOSGEB) এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম ও তুরস্কের পক্ষে এসএমই ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (KOSGEB) এর প্রেসিডেন্ট Dr. Cevahir UZKURT স্বাক্ষর করেন।

ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা' এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

নতুন বাজার অনুসন্ধানের পরামর্শ

৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে বিভিন্ন দেশের পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে নতুন আধুনিক প্রযুক্তি আয়ত্ত এবং পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে পণ্যের বাজার অনুসন্ধান করে তাদের চাহিদা অনুযায়ী পণ্য উৎপাদন করতে হবে। মুষ্টিমেয় কয়েকটি পণ্যের ওপর রপ্তানি নির্ভরশীলতা কমিয়ে আমাদের এখন রপ্তানি বহুমুখীকরণের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নতুন বাজার সৃষ্টি করতে হবে এবং চাহিদা দেখে নতুন পণ্য উৎপাদন করতে হবে। আর এক্ষেত্রে সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করবে। গত ৪ এপ্রিল সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই মেলা-২০১৮ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং এফবিসিসিআই যৌথভাবে পাঁচ দিনব্যাপী এ মেলার আয়োজন করে। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সভাপতিত্বে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন কে এম হাবিবুল্লাহ, শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, এফবিসিসিআই'র সভাপতি শফিউল ইসলাম মহিউদ্দিন। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে বলেন, দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে তাঁর সরকার সকল জেলা ও উপজেলায় এসএমই পরামর্শ কেন্দ্র স্থাপন করবে। এসব কেন্দ্র এসএমই শিল্পের প্রসারে ওয়ানস্টপ সেবা প্রদান করবে। উদ্যোক্তাগণ ব্যবসা স্থাপন থেকে ব্যবসা সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ সহায়তা, পরামর্শ সেবা ইত্যাদি এই ওয়ানস্টপ সেন্টার থেকে গ্রহণ করতে পারবে। প্রতিটি বিভাগীয় শহরে প্রদর্শনী ও বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা হবে। শেখ হাসিনা আরও বলেন, দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার জাতীয় শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতকে শিল্প উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গণ্য করছে। সরকারের নেয়া কর্মসূচির ফলে দেশব্যাপী টেকসই ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের দ্রুত প্রসার ঘটছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০০৯ সালে আমরা যখন সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেই, তখন বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা চলছে। অনেক দেশ বিশ্ব মন্দার অভিঘাত কাটিয়ে ওঠতে পারেনি। কিন্তু আমরা সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে একটি শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। বিশ্বে এখন বাংলাদেশ মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। বাংলাদেশে কুটির শিল্পের দীর্ঘ গৌরবের কথা স্মরণ করে শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, নকশিকাঁথা এবং সিলেটের শীতল পাটি ইতোমধ্যে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় স্থান পেয়েছে। উদ্যোক্তাগণ এসকল পণ্যের ব্র্যান্ডিংয়ের পাশাপাশি বাজার সম্প্রসারণের উদ্যোগ নিতে পারেন। উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশি কাঁচামালনির্ভর শিল্পায়নের পাশাপাশি অঞ্চলভিত্তিক কাঁচামালের সহজলভ্যতা বিবেচনা করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনে এগিয়ে আসতে হবে। সরকার উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় প্রণোদনা ও নীতিসহায়তা প্রদান করবে। প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, এসএমই মেলা দেশে উৎপাদিত এসএমই পণ্যের পরিচিতি বৃদ্ধির পাশাপাশি ক্রেতা আকর্ষণ ও বাজার সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ ধরনের মেলা আয়োজনের মাধ্যমে এসএমইখাতে অনেক সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত হবে এবং যথাযথ স্বীকৃতি পাবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী সফল এসএমই উদ্যোক্তাদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। পরে তিনি মেলার বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন এবং উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।

শেখ হাসিনার নেতৃত্বের জন্যই বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে

'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮' উদ্‌যাপন উপলক্ষে শিল্পমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন বলেই স্থল ও সমুদ্র সীমানাবিহীন বাংলাদেশ সীমানা পেয়েছে এবং এলডিসি থেকে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাজিত অপশক্তির মদদে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হলেও মহান আল্লাহতায়ালা বাঙালি জাতির ভাগ্যোন্নয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাঁকে ১৯ বার হত্যার চেষ্টা হলেও তিনি বেঁচে আছেন এবং অর্থনীতির ভিত্তি সুদৃঢ় করার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। শিল্পমন্ত্রী গত ১৯ মার্চ রাজধানীর বিসিআইসি মিলনায়তনে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৮ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য এবং উন্নয়ন অগ্রগতি' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ মন্তব্য

'মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০১৮' উদ্‌যাপন উপলক্ষে ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের তাৎপর্য এবং উন্নয়ন অগ্রগতি' শীর্ষক শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনা সভা

করেন। প্রাক্তন শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। এতে অন্যদের মধ্যে বিসিআইসি'র চেয়ারম্যান শাহ মোঃ আমিনুল হক বক্তব্য রাখেন। আমির হোসেন আমু বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় বাঙালিরা এখন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মালিক হয়েছেন। বাংলাদেশ স্বাধীনের আগে এ অঞ্চলে কোনো ব্যাংক, বিমা কিংবা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক বাঙালি ছিলনা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় আজ বাঙালিরা কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিল্পপতি, ব্যাংকার, বীমা মালিক কিংবা আমলা হতে পেরেছেন। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের গুরুত্ব উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী বলেন, এ ভাষণের মাধ্যমে নিরস্ত্র বাঙালি জাতি একটি সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি এ ভাষণকে অনেকবার বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা করলেও বঙ্গবন্ধুর কালজয়ী আদর্শের কারণে তারা এটি করতে সক্ষম হয়নি। এ ভাষণের তিনটি অংশে পাকিস্তানের ২৩ বছর শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চনার ইতিহাস, '৭১ এর পহেলা মার্চ থেকে নির্যাতনের ঘটনাপ্রবাহ উল্লেখ এবং ২৬ মার্চ পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা ছিল। ইউনেস্কোর স্বীকৃতি অর্জনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ ভাষণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্প সচিব তাঁর বক্তব্যে বঙ্গবন্ধুর সুখী ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের স্বপ্ন বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারিদের আন্তরিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহবান জানান।

সিআইপি (শিল্প) কার্ড পেলেন ৫৬ শিল্প উদ্যোক্তা

বেসরকারিখাতে শিল্প স্থাপন, পণ্য উৎপাদন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ৫৬ জনের মাঝে 'বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা সিআইপি (শিল্প) ২০১৬ কার্ড' বিতরণ করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু আনুষ্ঠানিকভাবে এ কার্ড বিতরণ করেন। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের জন্য পাঁচ ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত ৪৮ জন এবং পদাধিকার বলে ০৮ জনসহ মোট ৫৬ জন শিল্প উদ্যোক্তা/প্রতিষ্ঠান সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্র পেয়েছেন। এদের মধ্যে বৃহৎ শিল্পে ২৫ জন, মাঝারি শিল্পে ১৫ জন, ক্ষুদ্র শিল্পে ০৬ জন, মাইক্রো শিল্পে ০১ জন এবং কুটির শিল্প ক্যাটাগরিতে ০১ জন রয়েছেন। এ উপলক্ষে রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে সিআইপি (শিল্প) কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মোঃ আবদুল হালিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে এফবিসিসিআই এর সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), বিকেএমইএ'র সভাপতি সেলিম ওসমান এবং বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস্ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তপন চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। উল্লেখ্য, সিআইপি (শিল্প) পরিচয়পত্র বাংলাদেশ সচিবালয়ে প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশপত্র হিসেবে গণ্য হবে। কার্ডধারীরা বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এবং সিটি কর্পোরেশন আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় আমন্ত্রণ পাবেন। তাঁদের ব্যবসা সংক্রান্ত ভ্রমণের সময় বিমান, রেলপথ, সড়ক ও জলপথে সরকারি যানবাহনে আসন সংরক্ষণে অগ্রাধিকার থাকবে। কার্ডধারীরা বিমান বন্দরে ভিআইপি লাউঞ্জ-২ ব্যবহারের সুবিধাও পাবেন। অনুষ্ঠানে আমির হোসেন আমু বলেন, পরিকল্পিত শিল্পায়নের লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশিয় উদ্যোক্তারাই বিনিয়োগে অগ্রাধিকার পাবেন। এক সময় বিদেশি সহায়তার ওপর ভর করে বাংলাদেশের বাজেট তৈরি করা হলেও এখন আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি বলে তিনি উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের সমুদ্র সীমানায় প্রচুর সম্পদ রয়েছে। এসব সম্পদ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর একটিতে পরিণত হতে পারে। তিনি বলেন, পরনির্ভরতা কাটিয়ে দেশিয় উদ্যোক্তাদেরকেই শিল্পায়নে এগিয়ে আসতে হবে। শিল্প উদ্যোক্তাদের কার্যক্রমের ফলে বাংলাদেশ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, সে ধারা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের আগেই বাংলাদেশ উন্নত দেশে পরিণত হবে। শিল্প সচিব তাঁর বক্তব্যে সিআইপি মনোনীতদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন যে, শিল্পপতিদের দক্ষতা, পেশাদারিত্ব, সাহস ও উদ্যোক্তাসুলভ মানসিকতার জন্য বাংলাদেশ দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা হানা দিলেও দেশে নতুন নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাকে বাস্তবে রূপ দানের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহবান জানান।

সিআইপি (শিল্প) ২০১৬ কার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও ভারপ্রাপ্ত শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম

মেধাসম্পদ সুরক্ষায় খুব শীঘ্রই জাতীয় মেধাসম্পদ নীতি চূড়ান্ত হচ্ছে

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী

মেধাসম্পদ সৃষ্টি ও সুরক্ষায় খুব শীঘ্রই জাতীয় মেধাসম্পদ নীতি চূড়ান্ত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত থাকলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে জাতীয় মেধাসম্পদনীতির খসড়া তৈরি করেছে। এ নীতিতে সৃজনশীল উদ্ভাবনে নারীদের অংশগ্রহণ ও সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর বিষয়টি অধিক গুরুত্ব পাবে। শিল্পমন্ত্রী গত ২৬ এপ্রিল রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে "ক্ষমতায়নের পরিবর্তন: উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতায় নারী (Powering change: Women in innovation and creativity)" শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন। বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস্

অধিদপ্তর (ডিপিডিটি) এর আয়োজন করে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী এমপি। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থান করেন ট্রিম বাংলাদেশ লিমিটেডের স্বত্ত্বাধিকারী সাহিদা পারভীন। আমির হোসেন আমু বলেন, জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি ও আলোকিত সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সৃজনশীল মেধাসম্পদের সুরক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতার নীতি গ্রহণ করেছে। মেধাসম্পদ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে বাংলাদেশের ট্রেডমার্কস আইন, কপিরাইট আইন ইত্যাদি আধুনিক ও যুগোপযোগী করা হয়েছে। পেটেন্ট ও ডিজাইন আইন আধুনিক করা হচ্ছে। বিশেষ ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী পণ্যের মালিকানা সুরক্ষায় জিআই আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় জাতীয় মাছ ইলিশ এবং ঐতিহ্যবাহী জামদানিকে জিআই সনদ দেয়া হয়েছে। কৃষিমন্ত্রী বলেন, অতীতে কোনো সরকার মেধাসম্পদের মালিকানা স্বত্ত্ব (আইপিআর) সুরক্ষায় চিন্তা না করলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে এ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে ঢাকাই জামদানির পর পাটের জেনম সিকুয়েন্স উদ্ভাবনের মালিকানা বাংলাদেশের হতে চলেছে।

বিশ্ব মেধাসম্পদ দিবস-২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু।

বেস্ট আয়োডাইজড সল্ট মিলস্ পুরস্কার পেল নয় লবণ মিল

গুণগতমানের আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণ উৎপাদনের স্বীকৃতি হিসেবে প্রথমবারের মত 'বেস্ট আয়োডাইজড সল্ট মিলস্ অ্যাওয়ার্ড ২০১৭' অর্জন করেছে তিন ক্যাটাগরিতে দেশের নয়টি লবণ মিল। গত ২৬ জুন নির্বাচিত মিলগুলোর মালিকদের হাতে ক্রেস্ট ও সনদ বিতরণ করা হয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বিশেষ অতিথি ছিলেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত মিলগুলো হচ্ছে- ভ্যাকুয়াম ক্যাটাগরিতে এসিআই সল্ট লিমিটেড, মোল্লা সল্ট ট্রিপল রিফাইনারি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, সোনারগাঁও সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। মেকানিক্যাল ক্যাটাগরিতে গাফফার ফুড লিমিটেড, ইফাদ সল্ট অ্যান্ড কেমিক্যালস্ লিমিটেড, রমনা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড। সনাতন ক্যাটাগরিতে মোল্লা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ (ইউনিট-২), মোল্লা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ ও পুবালী সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ। মেকানিক্যাল ক্যাটাগরিতে চূড়ান্তভাবে মনোনীত রাজাপুর সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, খুলনা এবং তিস্তা সল্ট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, খুলনার মালিকদের মাঝেও সনদ বিতরণ করা হয়। বিসিক চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহ. ইফতিখারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এনামুল হক, বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউনিসেফের প্রতিনিধি এডওয়ার্ড বেইগবেডার, নিউট্রিশন ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডিরেক্টর জাকী হাসান এবং গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড নিউট্রিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর রুদাবা খন্দকার বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা শতভাগ আয়োডিনযুক্ত ভোজ্য লবণের ব্যবহার নিশ্চিত করতে দ্রুত লবণ আইন পাসের তাগিদ দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহার বাড়িয়ে বুদ্ধিদীপ্ত জাতিগঠনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দেশের শতকরা ৮৪ ভাগ পরিবার আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের আওতায় এসেছে। দরিদ্র্যতা আয়োডিন ঘাটতির অন্যতম কারণ হলেও বর্তমান সরকার গৃহীত উদ্যোগের ফলে দারিদ্র্যের হার ৩১.৫ শতাংশ থেকে ২৪.৩ শতাংশ এবং অতি দারিদ্র্যের হার ১৭.৬ শতাংশ থেকে ১২.৯ শতাংশে নেমে এসেছে। আর্থসামাজিক অগ্রগতির ইতিবাচক পরিবর্তনের ফলে জনগণের মধ্যে আয়োডিনযুক্ত লবণ ব্যবহারের সচেতনতা বাড়ছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে। জনগণের গড় আয়ু ইতোমধ্যে ৭১ বছরে উন্নীত হয়েছে এবং জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতীয় ওষুধের চাহিদার শতকরা ৯০ ভাগ এখন দেশে উৎপাদিত ওষুধ থেকেই পুরণ করা সম্ভব হচ্ছে। আয়োডিনযুক্ত লবণের ব্যবহারের ফলে গলগণ্ড, বামনত্ব, শারীরিক ও বুদ্ধি প্রতিবন্ধীসহ শিশুদের অনেক জটিল সমস্যার সমাধান হয়েছে। তিনি বুদ্ধিদীপ্ত জাতিগঠনে আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদনকারী মিল মালিকদের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

বিসিকের সার্বজনীন আয়োডিনযুক্ত লবণ প্রকল্পের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম

তৈরি পোশাক শিল্পখাতকেও ছাড়িয়ে যেতে পারে হালকা প্রকৌশল শিল্প

বিটাকের টুল ইন্সটিটিউট আয়োজিত সেমিনারে বক্তাদের অভিমত

বিশ্ববাজারে প্রায় ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের হালকা প্রকৌশল শিল্পপণ্যের চাহিদা রয়েছে। এ চাহিদার বিপরীতে বাংলাদেশের হালকা প্রকৌশলখাতে শিল্পবিনিয়োগের পরিমাণ মাত্র ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বর্তমানে এ খাতে ৪০ হাজার শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেছে, যাতে ৮ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। বিনিয়োগ বৃদ্ধি, আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর, মাস্টার ট্রেইনার তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের জন্য বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ সুবিধা বাড়িয়ে দেশের হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতে মূল্য সংযোজনের পাশাপাশি ব্যাপকহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) টুল ইন্সটিটিউট প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত 'উৎপাদনমুখী প্রকৌশলের মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি (Sustainable Growth by Manufacturing Engineering)' শীর্ষক সেমিনারে গত ২৪ জুন এ তথ্য জানানো হয়। রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি ছিলেন। বিটাকের

মহাপরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্ব করেন। এতে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিটাকের পরিচালক ড. সৈয়দ মোঃ ইহসানুল করিম। সেমিনারে বক্তারা বলেন, হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতে সনাতনী প্রযুক্তির পরিবর্তে সিএনসি (কম্পিউট-ারাইজ নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল) মেশিন প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদনের সুযোগ রয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী বলেন, দেশীয় হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে বর্তমান সরকার সব ধরনের সহায়তা দেবে। তিনি বলেন, টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ্যে সরকার যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে, সেগুলোতে

বিটাকের টুল ইন্সটিটিউট প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত 'উৎপাদনমুখী প্রকৌশলের মাধ্যমে টেকসই প্রবৃদ্ধি ' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

দেশি-বিদেশি বিনিয়োগে ব্যাপক হারে শিল্প কারখানা গড়ে উঠবে। এসব শিল্প কারখানা পরিচালনার জন্য দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন জনবলের প্রয়োজন। হালকা প্রকৌশল শিল্পখাতে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ সুবিধা নিশ্চিত করে এ চাহিদা পূরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিটাকের আওতায় টুল ইন্সটিটিউট প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে বলে তিনি জানান।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর
জাতীয় পর্যায়ে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় শিল্প মন্ত্রণালয় ও এনপিও'র সাফল্য

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এ-টু-আই (a2i) প্রকল্পের জুন ২০১৮-এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয় সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় প্রথম স্থানে রয়েছে পাশাপাশি দেশের ২০৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠান ও দপ্তরের মধ্যে ই-নথি ব্যবস্থাপনায় শীর্ষস্থানে অবস্থান করেছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি অর্গানাইজেশন। ধারাবাহিক মনিটরিং ও মানসিক প্রণোদনার ফলে মন্ত্রণালয়ের ই-নথি ব্যবস্থাপনায় এ সাফল্য এসেছে। এর ফলে মন্ত্রণালয়ের সেবাদান প্রক্রিয়া গতিশীল হয়েছে এবং কাজের পরিমাণ বেড়েছে। গত ২০ জুন শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এ তথ্য জানানো হয়। মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু প্রধান অতিথি ছিলেন। শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক শিল্পসচিব কে.এইচ মাসুদ সিদ্দিকী ও সাবেক রেল সচিব মনসুর আলী সিকদারসহ শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল কর্পোরেশন ও সংস্থার প্রধানরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে দ্রুত ও জবাবদিহিমূলক সেবা দিতে কাজ করছে শিল্প মন্ত্রণালয়। এ লক্ষ্যে শিল্পসচিবের তত্ত্বাবধানে মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল প্রতিষ্ঠানকে ই-নথির আওতায় আনা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ফলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত রূপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় আরো গতিশীল ভূমিকা রাখবে বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের জন্য একটি অঙ্গীকারনামা। এতে স্বাক্ষরের ফলে সংশ্লিষ্ট সকলে নির্দিষ্ট কর্মসূচি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। এর মাধ্যমে সকলের মধ্যে দায়বদ্ধতা তৈরি হবে এবং আগামী এক বছরে শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্মকাণ্ডে আশাতীত সাফল্য আসবে। তিনি বলেন, উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি মানুষের জীবন রক্ষা ও মানব সেবামূলক কার্যক্রমের সাথে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিষ্ঠানগুলো জড়িত। বিসিআইসি যেমন সার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে, তেমনি বিএসটিআই নির্মাণ সামগ্রী ও খাদ্য পণ্যের গুণগতমান রক্ষা করে মানুষের জীবনের সুরক্ষা দিচ্ছে। তিনি বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম জরিমানা আদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে মানুষের সুরক্ষা ও মানবসেবার দিকগুলোর প্রতি অগ্রাধিকার দেয়ার পরামর্শ দেন। পরে শিল্পমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্পসচিবের সাথে মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিক, বিএসটিআই, বিসিআইসি, বিএসইসি, বিএসএফআইসি, বিআইএম, ডিপিডিটি, বিটাক, এনপিও, বিএবি, প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় ও এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রধানরা পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু।

এবিএল এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. এর মধ্যে কর্পোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান এটলাস বাংলাদেশ লি. এর সাথে কর্পোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি.। গত ২৪ মে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর উপস্থিতিতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এটলাসের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক আ.ন.ম কামরুল ইসলাম এবং টিভিএস এর পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিপ্লব কুমার রায় সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান, পরিচালক (অর্থ) কামাল উদ্দিন, টিভিএস এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জে. একরাম হোসেন, উপদেষ্টা মোঃ আনছার আলী খানসহ শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসইসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। দুই বছর মেয়াদি এ সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী এটলাস বাংলাদেশ লি. এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. করপোরেট পার্টনার হিসেবে কাজ করবে। টিভিএস থেকে এটলাস বাংলাদেশ লি. বছরে ১৫ থেকে ২০ হাজার মোটর সাইকেল সিকেডি (CKD) বা সম্পূর্ণ বিযুক্ত অবস্থায় ক্রয় করে তা এটলাসের নিজস্ব কারখানায় সংযোজনপূর্বক সরবরাহ করবে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক অগ্রগতির পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় কোষাগারে ভ্যাট ও ট্যাক্সবাবদ প্রায় ১৫ কোটি টাকা জমা হবে। এছাড়া বাজার চাহিদা বিবেচনায়

শীঘ্রই এটলাস বাংলাদেশ লি. এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. যৌথভাবে বাংলাদেশে মোটরসাইকেলের গুরুত্বপূর্ণ খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের বিনিয়োগের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করবে। এর ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত এ কারখানার আর্থিক মুনাফা বৃদ্ধির পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এবিএল এবং টিভিএস অটো বাংলাদেশ লি. এর সাথে কর্পোরেট পার্টনার সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস উদ্‌যাপন

ভেজালবিরোধী বিশেষ অভিযান জোরদারে শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

ভেজাল ও নিম্নমানের পণ্যের উৎপাদন ও বিপণন প্রতিরোধে বিএসটিআই'র চলমান বিশেষ অভিযান জোরদারের নির্দেশ দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, কোনো অসাধু ব্যবসায়ী যাতে নিম্নমানের, ভেজাল, নকল ও অস্বাস্থ্যকর পণ্য কেনা-বেচার মাধ্যমে রমজানের পবিত্রতা বিনষ্ট করতে না পারে, সে ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে। একই সাথে তিনি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সাহস ও আন্তরিকতার সাথে বিএসটিআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অর্পিত দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা দেন। বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৮ উপলক্ষে রাজধানীর বিএসটিআই মিলনায়তনে ২০ মে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই) আয়োজিত 'আন্তর্জাতিক পদ্ধতির এককসমূহের ক্রমবিবর্তন (Constant Evolution of the International System of Units (SI)' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ নির্দেশনা দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, এমপি এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন। বিএসটিআই'র মহাপরিচালক সরদার আবুল কালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ এনামুল হক, এফবিসিসিআই'র সভাপতি মোঃ শফিউল ইসলাম (মহিউদ্দিন), বিএসটিআই'র পরিচালক (মেট্রোলজি) মোঃ আনোয়ার হোসেন মোল্লা বক্তব্য রাখেন। পণ্য ও সেবার ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপের গুরুত্ব তুলে ধরে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কার, শিল্প উৎপাদন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, পরিবেশ সুরক্ষাসহ প্রতিটি বিষয়ে পরিমাপের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তিনি অবকাঠামো নির্মাণ, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, পণ্য ওজন, যানবাহন তৈরিসহ সকল ক্ষেত্রে সঠিক পরিমাপের একক অনুসরণের তাগিদ দেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানির দক্ষতা পরিমাপ, যানবাহন হতে নিঃসৃত ধোঁয়া, ধুলাবালি, বায়ুদূষণ ইত্যাদি সহনীয় মাত্রায় রাখতে মেট্রোলজি বা পরিমাপ বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিকমানের মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি স্থাপনের ফলে অভিন্ন আর্ন্তজাতিক পরিমাপ পদ্ধতি অনুসরণের সুযোগ বেড়েছে। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সুসংহত করতে ওজন ও পরিমাপের অভিন্ন একক জনপ্রিয় করার পরামর্শ দেন।

বিশ্ব মেট্রোলজি দিবস-২০১৮ উপলক্ষে বিএসটিআই আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

মৌলভীবাজারে আগর শিল্পপার্ক স্থাপন করা হবে

বিসিকের বার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধনকালে শিল্পমন্ত্রী

মৌলভীবাজারে একটি 'আগর শিল্পপার্ক' স্থাপন করা হবে বলে জানিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, রপ্তানি বাজারে আগর শিল্পের বিশাল সম্ভাবনা কাজে লাগাতে এ পার্ক স্থাপন করা হবে। এ উদ্যোগ বাংলাদেশের রপ্তানি আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করবে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের (বিসিক) দু'দিন ব্যাপী বার্ষিক সম্মেলন-২০১৮ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পমন্ত্রী এ কথা বলেন। রাজধানীর উত্তরায় অবস্থিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (স্কিটি) মিলনায়তনে গত ১৯ এপ্রিল এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। বিসিকের চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহঃ ইফতিখারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, অতিরিক্ত সচিব বেগম পরাগ ও বিসিকের পরিচালক জীবন কুমার চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী বলেন, তৃণমূল পর্যায়ে সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদারের মাধ্যমে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কাঙ্ক্ষিত লক্ষ অর্জনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান সরকার সুষম অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য এলাকাভিত্তিক কাঁচামাল ও সম্ভাবনা কাজে লাগানোর নীতি গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলা হচ্ছে। এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে যেখানে বিসিক শিল্পনগরি নেই, সেখানে বিসিক শিল্পনগরির জন্য আলাদা জায়গা বরাদ্দ দেয়া হবে। ফলে এলাকাভিত্তিক ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পায়ন কার্যক্রম জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, অনেক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বর্তমান সরকার হাজারিবাগ থেকে সাভার চামড়া শিল্পনগরিতে ট্যানারি স্থানান্তরে সক্ষম হয়েছে। এটি বর্তমান সরকারের একটি বড় অর্জন। পাদুকা উৎপাদনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বিশ্বে অষ্টম স্থান দখল করেছে। ভবিষ্যতে চামড়া শিল্পখাতে রপ্তানির পরিমাণ তৈরি পোশাক শিল্পখাতকে ছাড়িয়ে যাবে। তিনি ওষুধ, প্লাস্টিক, হালকা প্রকৌশল এবং কেমিক্যাল শিল্পখাতের উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নে তৎপর হতে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের তাগিদ দেন। উল্লেখ্য, দু'দিন ব্যাপী আয়োজিত এ সম্মেলনে বিসিকের মাঠ পর্যায়ের দুই শতাধিক কর্মকর্তা অংশ নিচ্ছেন। তারা সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে শিল্পনগরিভিত্তিক সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে বিসিকের কার্যক্রম গতিশীল করার কৌশল প্রণয়ন করেন। এর ফলে দেশব্যাপী টেকসই ও পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের ধারা জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

বিসিক বার্ষিক সম্মেলন-২০১৮ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এমপি

বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় অস্ট্রেলিয়ার অব্যাহত সহযোগিতার আশ্বাস

শিল্পমন্ত্রীর সাথে অস্ট্রেলিয়ার সহকারী অর্থমন্ত্রীর বৈঠক

বাংলাদেশের চলমান উন্নয়ন অভিযাত্রায় অস্ট্রেলিয়ার সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন দেশটির সহকারী অর্থমন্ত্রী ডেভিড কোলম্যান। তিনি বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় দ্রুত ও টেকসই আর্থসামাজিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। অস্ট্রেলিয়া সফররত শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে ডেভিড কোলম্যান এ কথা বলেন। ক্যানবেরার ফেডারেল সংসদ কার্যালয়ে গত ০৮ মে এ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে তারা বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। এ সময় দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিনিয়োগ সম্পর্ক জোরদার, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও জনগণের সাথে যোগাযোগ বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বাজারে বাংলাদেশি পণ্যের বিশেষ সুবিধা দেয়ায় সে দেশের সরকারকে ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনে দ্বিপাক্ষিক ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার অভিজ্ঞতা বাংলাদেশে শিল্পখাতের গুণগতমান বৃদ্ধি, মান

অস্ট্রেলিয়া সফররত শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে অস্ট্রেলিয়ার সহকারী অর্থমন্ত্রী ডেভিড কোলম্যান

অবকাঠামোর উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে। এর অনুকরণ বাংলাদেশে গুণগত শিল্পায়নের ধারা জোরদারের মাধ্যমে আগামী দিনে টেকসই শিল্পায়নের লক্ষ অর্জনে সহায়তা করবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ার কারিগরি মান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠান সরেজমিন পরিদর্শন এবং মান বিষয়ক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য শিল্পমন্ত্রী অস্ট্রেলিয়া সফর করেন। তিনি এসময় সিডনি ও মেলবোর্নে অবস্থিত আন্তর্জাতিক মানের গবেষণাগার পরিদর্শন করেন। এছাড়া, তিনি ফেডারেল সংসদে কিছু অস্ট্রেলিয়ান নেতা ও সংসদ সদস্যের সাথে মতবিনিময় করেন।

প্রকৃত জামদানি তাঁতীদের মাঝে প্লট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে শিল্পমন্ত্রীর নির্দেশ

দশ দিনব্যাপী জামদানি প্রদর্শনীর উদ্বোধন

জামদানি প্রদর্শনী-২০১৮ এর স্টল পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু

জামদানি শিল্পনগরির সকল প্লটে গুণগতমানের জামদানি শিল্প স্থাপনে লক্ষ্যে বিসিকের নজরদারি ও পৃষ্ঠপোষকতা বাড়ানোর নির্দেশনা দিয়েছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, এ শিল্পনগরিতে জামদানি তাঁতশিল্পী ছাড়া অন্য কারো নামে কোনো প্লট বরাদ্দ থাকলে, তা দ্রুত বাতিল করে প্রকৃত তাঁতীদের মাঝে বরাদ্দ দিতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো ধরনের শৈথিল্য প্রদর্শন করলে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি সতর্ক করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ২৯ মে রাজধানীর বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে দশ দিনব্যাপী জামদানি প্রদর্শনী-২০১৮ এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ নির্দেশনা দেন। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর যৌথভাবে এর আয়োজন করে। বিসিকের চেয়ারম্যান মুশতাক হাসান মুহাঃ ইফতিখারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম, সংসদ সদস্য গোলাম দস্তগীর গাজী (বীর প্রতীক), শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালক ফয়জুল লতিফ চৌধুরী বক্তব্য রাখেন। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, স্বাধীনতা-পরবর্তীতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গৃহীত নীতির ফলে ঝিমিয়ে পড়া জামদানি শিল্পে প্রাণ চাঞ্চল্য ফিরে আসে। এর ধারাবাহিকতায় জামদানি শিল্পখাত ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় বর্তমানে জামদানি শিল্প আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশের জামদানি শিল্প এখন ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের অন্তর্ভুক্ত। দেশের জামদানি শিল্পকে ঐতিহ্যবাহী মসলিনের জায়গায় ফিরিয়ে নিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনায় শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে। ইতোমধ্যে জামদানিকে বাংলাদেশের প্রথম ভৌগলিক নির্দেশক (জিআই) পণ্য হিসেবে নিবন্ধন দেয়া হয়েছে। এর ফলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দেশীয় ঐতিহ্যবাহী পণ্য হিসেবে জামদানির সুরক্ষা নিশ্চিত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ঐতিহ্যবাহী জামদানি, বেনারসি, সিল্ক, কাতানসহ বিভিন্ন বস্ত্র এবং

পাট শিল্পের হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনার নির্দেশনা দিয়েছেন। এ প্রেক্ষিতে পদ্মা নদীর ওপাড়ে নতুন বেনারসি পল্লি গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এতে উদ্যোক্তাদের জন্য প্লট, ঋণ সুবিধা, আবাসন, শ্রমিকদের ছেলে-মেয়েদের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসাসহ সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করা হবে। উল্লেখ্য, বর্তমানে বাংলাদেশের তৈরি জামদানি শাড়ি ও বস্ত্র ভারত, ভিয়েতনামসহ আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে রপ্তানি হচ্ছে। দশ দিনব্যাপী আয়োজিত এ প্রদর্শনীতে ৩৫টি জামদানি শাড়ি ও বস্ত্র প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড পেল ১২ শিল্প প্রতিষ্ঠান

ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৬ প্রদান অনুষ্ঠান

নিজ নিজ শিল্প-কারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যে উৎকর্ষতা সাধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ১২টি শিল্প ও সেবা প্রতিষ্ঠানকে ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৬ দিয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়। শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু গত ১৮ এপ্রিল রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। শিল্পখাতে বিশেষ অবদানের জন্য চতুর্থবারের মতো এ পুরস্কার দেয়া হয়। ২০১৬ সালের জন্য ৫ ক্যাটাগরিতে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে - বৃহৎ শিল্প ক্যাটাগরিতে- প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেড, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড ও আরএফএল প্লাস্টিকস্ লিমিটেড। মাঝারি শিল্প ক্যাটাগরিতে - বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, প্রাণ ফুডস্ লিমিটেড ও গ্রাফিক পিপল। ক্ষুদ্র শিল্প ক্যাটাগরিতে রংপুর ফাউন্ড্রি লিমিটেড ও সিন্থেটিক এডেসিভ কোং লিমিটেড। মাইক্রো শিল্প ক্যাটাগরিতে একাডেমিক বুক হাউস এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ক্যাটাগরিতে কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেড, ইস্টার্ণ কেবলস্ লিমিটেড ও গাজী ওয়্যারস্ লিমিটেড। পুরস্কার বিতরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ও নবায়নযোগ্য সবুজ জ্বালানি ব্যবহার করে শিল্প কারখানায় সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতা নিশ্চিত করতে উদ্যোক্তাদের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন, শিল্পায়নের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে শিল্পসমৃদ্ধ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ায় আজ বাংলাদেশে বড় বড় শিল্প উদ্যোক্তা তৈরি হয়েছে। তিনি শিল্প কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মানোন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের ওপর গুরুত্ব দেন। শিল্প উদ্যোক্তাদের চাহিদামাফিক নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ৩ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট থেকে বাড়িয়ে ১৬ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ অর্জনে শিল্প, সেবা, কৃষিসহ সকলখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে পুরস্কারপ্রাপ্ত শিল্প উদ্যোক্তারা উৎপাদনশীলতা বাড়াতে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামোর উন্নয়ন ও বন্দর সুবিধা বৃদ্ধির তাগিদ দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের সভাপতি কামরান টি. রহমান, এনপিও'র পরিচালক এস.এম. আশরাফুজ্জামান, পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান প্রিমিয়ার সিমেন্ট মিলস্ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আমিনুল হক, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কামরুল ইসলাম চৌধুরী এবং কেরু অ্যান্ড কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মোঃ এনায়েত হোসেন বক্তব্য রাখেন।

সবুজ এসএমই কারখানা স্থাপনকারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে

আঞ্চলিক থ্রি-আর ফোরামের প্লেনারি সেশনে বক্তৃতাকালে শিল্পমন্ত্রী

ভারি শিল্পের তুলনায় এসএমইখাতে পরিবেশ দূষণের মাত্রা অনেক কম উল্লেখ করে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ অর্জনে বর্তমান সরকার পরিবেশবান্ধব সবুজ এসএমইখাত গড়ে তোলার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে সবুজ এসএমই কারখানা স্থাপনকারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ প্রণোদনা ও পুরস্কৃত করা হচ্ছে। বর্তমানে অকৃষিখাতে কর্মসংস্থানের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং মোট জিডিপির ২৫ শতাংশ উৎপাদনশীল এসএমইখাত যোগান দিচ্ছে বলে তিনি জানান। ভারত সফররত শিল্পমন্ত্রী উচ্চ পর্যায়ের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক থ্রিআর ফোরাম উপলক্ষে আয়োজিত 'সবুজ এসএমই শিল্পায়ন ও জাতীয় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি-সার্কুলার ইকোনোমির ভূমিকা (Greening of SMEs and Enhancing National Productivity-the Role of Circular Economy)' শীর্ষক অধিবেশনে বক্তৃতাকালে এ কথা জানান। ভারতের মধ্য প্রদেশের ব্রিলিয়ান্ট কনভেনশন সেন্টারে গত ১১ এপ্রিল এ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ডেভেলপমেন্ট কমিশনারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে পৃথকভাবে দু'টি প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ভারতে অবস্থিত ইউনিডোর আঞ্চলিক অফিসের প্রতিনিধি রেনেভেন বার্কেল এবং চীনের সিংহুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জিনহুই লি। শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্জ্য ও কাঁচামালের অপচয় হ্রাস, বর্জ্য পুনর্ব্যবহার এবং বর্জ্য পুনরায় ব্যবহারের জন্য পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ বা থ্রি-আর কৌশল বাস্তবায়নে এসএমইখাত সবচেয়ে উপযুক্ত ক্ষেত্র। এখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উদ্যোক্তারা ক্রমেই থ্রি-আর কৌশল প্রয়োগে সচেতন হচ্ছে। এর ফলে দেশীয় শিল্প কারখানায় কাঁচামালের অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দক্ষতা বাড়ছে। তিনি অর্থায়ন ও কারিগরি দক্ষতার অভাবকে এসএমইখাতের অন্যতম সমস্যা উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা পরিবেশবান্ধব সবুজ এসএমই শিল্পায়ন জোরদারের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত জমি, অবকাঠামো, ইউটিলিটি সেবা এবং শক্তিশালী আইনী কাঠামো গড়ে তোলার তাগিদ দেন। একই সাথে তারা এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উদ্যোগে এসএমইখাতে অর্থায়ন বৃদ্ধি, কর অবকাশ সুবিধা সম্প্রসারণ, দক্ষ জনবল তৈরি এবং ব্যবসায়ীক সেবা বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বাংলাদেশের জন্য অনন্য অর্জন

এলডিসি থেকে উত্তরণ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে শিল্পমন্ত্রী

এলডিসি থেকে উত্তরণ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বলেন, স্বাধীনতার মাসে স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ বাংলাদেশের একটি অনন্য অর্জন। তিনি বলেন, মার্চ মাস বাঙালি জাতির গৌরব ও অহংকারের মাস। এ মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জন্মেছেন, এ মাসে বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ দিয়েছিলেন এবং এ মাসেই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছিল। একই মাসে এলডিসি থেকে উত্তরণের ফলে বাঙালি জাতি গর্বিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছে। বাংলাদেশ এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ সম্ভব হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বারবার হত্যা চেষ্টার পরও তাঁর মাধ্যমে এ ঐতিহাসিক অর্জন এসেছে। বাঙালি জাতিকে উন্নয়নের শিখরে পৌঁছে দিতেই মহান আল্লাহ পাক তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তিনি এ অর্জনের জন্য আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করেন। শিল্পমন্ত্রী গত ২২ মার্চ রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয় চত্বরে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ উপলক্ষে শিল্প মন্ত্রণালয় আয়োজিত র‍্যালিপূর্ব সমাবেশে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন। এ সময় শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশনের প্রধানসহ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ এ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড এর অ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেল বিএসটিআই

বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন (বিএসটিআই) কে একমাত্র মান নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদান করে বিএবি। আন্তর্জাতিক মান ও অবকাঠামো অনুসরণের জন্য বিএসটিআই এর বায়োলজিক্যাল, কেমিক্যাল ও মেকানিক্যাল ল্যাবরেটরি এ সনদ পেল। গত ২৪ জানুয়ারি ২০১৮ শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু শিল্প মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএসটিআই মহাপরিচালকের হাতে এ সনদ তুলে দেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলাম, বিএসটিআই এর মহাপরিচালক সরদার আবুল কালাম বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। শিল্প মন্ত্রী বক্তব্যে বলেন, এ সনদ অর্জনের ফলে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক

বিএসটিআই এর মহাপরিচালকের হাতে এ্যাক্রেডিটেশন সনদ তুলে দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী।

পর্যায়ে বিএসটিআই এর পরীক্ষণ সনদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে। ফলে দেশীয় বাজারে মানসম্মত খাদ্য, বস্ত্র ও নির্মাণ সামগ্রী প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশি পণ্য সামগ্রী রপ্তানির পরিমাণ বাড়বে। বিএসটিআই নির্মাণ সামগ্রী ও খাদ্য পণ্যের গুণগতমান রক্ষা করে মানুষের জীবনের সুরক্ষা দিচ্ছে। বিএসটিআই'র গবেষণাগার, প্রোডাক্টস সার্টিফিকেশন সিস্টেম এবং ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম সার্টিফিকেশন ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ফলে এসব পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই'র মান সনদ বহির্বিশ্বে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। তিনি বিএসটিআইকে আন্তর্জাতিক মান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেন। মন্ত্রী আরও উল্লেখ করেন, বাংলাদেশ থেকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে চিংড়ি রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা পেরেক জাতীয় মেটাল মেশানোর কারণে ইউরোপিয়ান মার্কেটে বাংলাদেশি মাছ রপ্তানির ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দেয়া হয়। শুধুমাত্র পরীক্ষণ রিপোর্টে অসৎ উপায় অবলম্বনের কারণে এ সকল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। বিএবি থেকে অর্জিত এ্যাক্রেডিটেশন সনদের যাতে কোন অপব্যবহার না হয় সে বিষয়ে তিনি বিএসটিআইকে সতর্ক থাকার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বিএবি'র কর্মকর্তাদের আকস্মিক পরিদর্শনের মাধ্যমে এ্যাক্রেডিটেশনের শর্তসমূহ এ্যাক্রেডিটেড ল্যাবরেটরি পালন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করারও নির্দেশনা প্রদান করেন।

বাংলাদেশ থেকে ওষুধ আমদানি বাড়াবে ভুটান

ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে শিল্পমন্ত্রীর বৈঠক

বাংলাদেশ থেকে অধিক পরিমাণে ওষুধ আমদানির আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী তেহরিং টাবাগে। তিনি বলেন, গুণগতমানের জন্য বাংলাদেশি ওষুধ ক্রমেই ভুটানে জনপ্রিয় হচ্ছে। 'এডভেনটেজ আসাম' শীর্ষক আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন উপলক্ষে ভারতের আসাম সফররত শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে তিনি এ আগ্রহের কথা জানান। গত ০২ ফেব্রুয়ারি আসামের গৌহাটিতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে কানেকটিভিটি জোরদার, দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, ভুটান থেকে বাংলাদেশের জন্য বিদ্যুৎ ও নির্মাণ পাথর আমদানি, বাংলাদেশ থেকে ভুটানে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ রপ্তানি, যৌথ উদ্যোগে শিল্পায়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী সে দেশের হেল্থ ট্রাস্ট ফান্ডে আগামী এক বছরের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওষুধ সরবরাহের প্রতিশ্রুতির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, ভুটানের জনগণ সব সময় বাংলাদেশের এ উদারতাকে গভীর বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে মনে

রাখবে। তিনি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বাড়াতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নৌপথ ব্যবহারের আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি শিল্পমন্ত্রীকে ভুটান সফরেরও আমন্ত্রণ জানান। আমির হোসেন আমু বলেন, বাংলাদেশ ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে খুব শীঘ্রই ভুটানের হাইড্রো বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি ভুটানের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করবে বলে জানান। তিনি ভুটান সফরের আমন্ত্রণের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান এবং সুবিধাজনক সময়ে ভুটান সফর করবেন বলে উল্লেখ করেন।

বাজারে আসছে বাংলাদেশে তৈরি হোন্ডা ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল

চলতি বছরের মধ্যেই বাজারে আসছে বাংলাদেশে তৈরি জাপানের বিশ্বখ্যাত হোন্ডা ব্র্যান্ডের মোটরসাইকেল। বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন এবং জাপানের হোন্ডা মটরস্ কোম্পানি লিমিটেডের যৌথ বিনিয়োগে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেড এ মোটরসাইকেল বাজারজাত করবে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বাংলাদেশ হোন্ডা প্রাইভেট লিমিটেডের এক প্রতিনিধিদল গত ১৩ ফেব্রুয়ারি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে এ তথ্য জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রাক্তন শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্, হোন্ডা মোটর কোম্পানির লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার নোরিয়াকি আবে, এশিয়া ও ওশেনিয়া অঞ্চলের পরিচালক আকিরা মুরায়ামা, বাংলাদেশ হোন্ডা প্রা. লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ইউইচিরু ইশি, হেড অব ফাইন্যান্স শাহ মোহাম্মদ আশিকুর রহমানসহ কোম্পানির উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মোটরসাইকেল শিল্পের বিকাশে অব্যাহত নীতি সহায়তা প্রদান এবং স্থানীয় পর্যায়ে খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনের বিষয়ে আলোচনা হয়। এ সময় কোম্পানির কর্মকর্তারা বলেন, বর্তমান সরকারের নীতি সহায়তার ফলে বাংলাদেশে মোটরসাইকেল শিল্প দ্রুত বিকশিত হচ্ছে। গত অর্থবছরের বাজেটে এখাত সংশ্লিষ্ট সম্পূরক শুল্ক ৪৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। এর ফলে একই সাথে মোটরসাইকেল বিক্রি শতকরা ১৫০ ভাগ এবং সরকারের রাজস্ব আয় প্রায় সাড়ে ৬ শ' কোটি টাকা বেড়েছে। তারা মোটরসাইকেলখাতে প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রাখতে বাজেটে শুল্ক সুবিধা বজায় রাখার তাগিদ দেন। একই সাথে তারা প্রতিবেশি দেশগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন ফি কমানোর দাবি জানান। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়নের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। সরকার আমদানির পরিবর্তে দেশেই ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাত গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। মোটরসাইকেল শিল্পের বিকাশেও শুল্ক সুবিধাসহ অন্যান্য নীতি সহায়তা অব্যাহত থাকবে। হোন্ডা মোটরসাইকেলে ব্যবহৃত খুচরা যন্ত্রাংশ যৌথ বিনিয়োগে কিংবা শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারখানাগুলোতে প্রস্তুত করা হবে। এর ফলে দেশেই শক্তিশালী ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে ওঠবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

বাংলাদেশের শিল্পখাতে কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে ইইউ'র সহায়তা অব্যাহত থাকবে

আঞ্চলিক অঙ্গীভূতকরণ (Regional Integration) কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশের শিল্পখাতে কারিগরি দক্ষতা বাড়াতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত মিজ রেঞ্জে টিরিঙ্ক। গত ২৪ জানুয়ারি শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে বৈঠককালে তিনি এ কথা জানান। শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় বাংলাদেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়ন, শ্রম আইন, বিসিকের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রিজম প্রকল্প, শিল্পখাতের গুণগত মান অবকাঠামো উন্নয়নসহ অন্যান্য বিষয় আলোচনায় স্থান পায়। বৈঠকে শিল্পমন্ত্রী বলেন, গার্মেন্টস্ দুর্ঘটনার পর বাংলাদেশ বিদ্যমান শ্রম আইন সংশোধন করে যুগোপযোগী করেছে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) গাইডলাইন অনুযায়ী শ্রমআইনকে বিশ্বমানে উন্নীত করা হয়েছে। তিনি শিল্পখাতে কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধিতে ইইউ কারিগরি সহায়তা চান। এছাড়া, শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পুরাতন কারখানাগুলোর আধুনিকায়নে যৌথ বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করেন। ইইউ রাষ্ট্রদূত শ্রম আইনের আধুনিকায়ন, শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং এসএমইখাতের উন্নয়নে সহায়তার আশ্বাস দেন।

শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমুর সাথে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ

গত ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী মিয়া সেপ্পো শিল্পমন্ত্রীর সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাতকালে রোহিঙ্গা ইস্যু, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ দমন, নারীদের নিরাপত্তা উন্নয়নসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়। মিজ মিয়া সেপ্পো রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের আশ্রয়ণ ও ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ও সাধারণ জনগণ যেভাবে এক সাথে কাজ করেছে, তা সিভিল-মিলিটারি কোঅপারেশনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। তিনি জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা এবং বিশ্বশান্তি মিশনে বাংলাদেশি সেনাবাহিনীর অবদানের কথা উল্লেখ করেন। আমির হোসেন আমু বলেন, বাংলাদেশ মানবিক কারণে মিয়ানমারের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে আশ্রয় দিলেও তাদেরকে দ্রুত নিজেদের ভূ-খণ্ডে ফিরিয়ে নিতে হবে। এ লক্ষ্যে তিনি জাতিসংঘের ভূমিকা আরো জোরদারের পরামর্শ দেন। এ সময় শিল্পমন্ত্রী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির কথা তুলে ধরেন। বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ইতোমধ্যে জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের দমনে সক্ষম হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। শিল্পমন্ত্রী প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশ জলবায়ুর পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় এবং সবুজ শিল্পায়নের ধারা জোরদারে জাতিসংঘের সহায়তা কামনা করেন। জবাবে মিজ মিয়া সেপ্পো এক্ষেত্রে বাংলাদেশকে জাতিসংঘের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান।

এসএমই পণ্যের বাজার প্রসারের লক্ষ্যে

আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা-২০১৮ আয়োজন

বরিশাল আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা-২০১৮ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে গত ১০-১৬ মার্চ, ২০১৮ বরিশালের বঙ্গবন্ধু উদ্যানে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন করা হয়। মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

শিল্পমন্ত্রী জনাব আমির হোসেন আমু, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অ্যাড. তালুকদার মোঃ ইউনুস, এমপি জনাব কে এম হাবিব উল্লাহ, চেয়ারপার্সন, এসএমই ফাউন্ডেশন। মোট ৫২টি এসএমই প্রতিষ্ঠান তাঁদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে এ মেলায় অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, এসএমই ফাউন্ডেশন জাতীয় পর্যায়ে এসএমই মেলা আয়োজনের পাশাপাশি বিভাগীয় ও জেলা শহরে এসএমই মেলা আয়োজন করে থাকে। আঞ্চলিক মেলাসমূহে এসএমই উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পাটজাত পণ্য, চামড়াজাত সামগ্রী, কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য, পোশাক, ডিজাইন ও ফ্যাশনওয়্যার, প্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স, লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, হ্যান্ডিক্রাফটস, আইসিটি পণ্য ও অন্যান্য সেক্টরের দেশীয় পণ্য প্রদর্শনী ও বিক্রয় করা হয়। সাতদিনব্যাপী আয়োজিত মেলায় এসএমই বিষয়ক একটি সেমিনার আয়োজন করা হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্টলসমূহকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন সনদ পেয়েছে ৫৯টি প্রতিষ্ঠান

বিএবি'র অ্যাক্রেডিটেশন সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) ইতোমধ্যে ৫৯টি দেশি-বিদেশি ল্যাবরেটরি ও প্রতিষ্ঠানকে অ্যাক্রেডিটেশন সনদ প্রদানে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে ৪৭টি টেস্টিং ল্যাবরেটরি, ৬টি ক্যালিব্রেশন ল্যাবরেটরি, ২টি মেডিক্যাল ল্যাবরেটরি, ২টি ইন্সপেকশন সংস্থা ও ২টি সনদ প্রদানকারী সংস্থা রয়েছে। বর্তমান সরকারের নীতি সহায়তা ও পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বিএবি'র পরিচিতি দেশের গণ্ডি পেরিয়ে এশিয়া অঞ্চলসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশ্ব অ্যাক্রেডিটেশন দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বাংলাদেশ অ্যাক্রেডিটেশন বোর্ড (বিএবি) আয়োজিত আলোচনায় সভায় গত ২৭ জুন এ তথ্য জানানো হয়। শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন শিল্প সচিব ও বিএবি'র পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। বিএবি'র মহাপরিচালক মোঃ মনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে বিএসটিআই'র মহাপরিচালক সরদার আবুল কালাম, বিএবি'র বোর্ড সদস্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীব বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এম. ইমদাদুল হক, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশনের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শমশাদ কোরায়সী, প্রাণআরএফএল গ্রুপের মান নিয়ন্ত্রণ বিভাগের প্রধান মারুফ কবির এবং আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি এসজিএস বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতিনিধি মোস্তাক পারভেজ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বিশ্বায়নের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য অ্যাক্রেডিটেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। এ সনদ অর্জন করা গেলে, আন্তর্জাতিক বাজারে কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই দেশীয় পণ্য প্রবেশে সক্ষম হবে। বিএবি প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তারা জন্য অ্যাক্রেডিটেশন সনদ অর্জনের পথ সুগম হয়েছে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বলেন, বিএবি'র কার্যক্রম জোরদারের ফলে বাংলাদেশি পণ্য ও সেবার গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশি পণ্য ধীরে ধীরে উন্নত দেশগুলোর বাজারে প্রবেশ করছে। এর ফলে বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিংয়ের সুযোগ বাড়ছে এবং বিশ্ববাণিজ্যে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী হচ্ছে। এর ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বিএবি'র প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও জনবল বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

দেশীয় চিনির প্রচারে বর্ণাঢ্য 'রোড-শো' আয়োজন

পবিত্র রমজানে স্বাস্থ্যসম্মত চিনি ব্যবহারে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ

দেশীয় চিনির প্রচারে বিএসএফআইসি'র উদ্যোগে বর্ণাঢ্য 'রোড-শো'।

বাংলা নববর্ষ ও পবিত্র রমজানকে সামনে রেখে রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলগুলোতে আখ থেকে উৎপাদিত স্বাস্থ্যসম্মত দেশীয় চিনির প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য 'রোড-শো' আয়োজন করেছে বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন। শিল্পসচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ গত ১২ এপ্রিল এ রোড-শো'র উদ্বোধন করেন 'রোড-শো'টি রাজধানীর দিলকুশায় অবস্থিত চিনিশিল্প ভবন থেকে শুরু হয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে জিরো পয়েন্টে গিয়ে শেষ হয়। বিএসএফআইসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান এ কে এম দেলোয়ার হোসেন, শিল্প মন্ত্রণালয় ও বিএসএফআইসি'র কর্মকর্তা, কর্মচারী, চিনি ডিলার, বিক্রয় প্রতিনিধিসহ সর্বস্তরের জনগণ এতে অংশ নেন। 'রোড-শো' উদ্বোধন উপলক্ষে চিনি শিল্পভবনের সামনে এক পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতাকালে শিল্পসচিব বলেন, রমজানে চিনির বাজার স্থিতিশীল রাখতে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত চিনিকলে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে আখের দামও বাড়ানো হয়েছে। এর ফলে আখ চাষিরা উৎপাদন বাড়াতে উৎসাহিত হচ্ছে। তিনি বিএসএফআইসি'র সুগার মিলগুলোতে উৎপাদিত চিনির গুণগতমান আমদানিকৃত চিনির চেয়ে ভাল বিধায় জনগণকে স্বাস্থ্য রক্ষায় এ চিনি ব্যবহারের পরামর্শ দেন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণির বয়লার পরিচারকদের মাঝে সনদ বিতরণ

শিল্প কারখানায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় আয়োজিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম শ্রেণির বয়লার পরিচারকদের মাঝে গত ২৭ মার্চ সনদ বিতরণ করা হয়।
শিল্প নিরাপত্তা ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন জোরদারে বয়লার পরিচারকদের ইতিবাচক অবদান রাখার পরামর্শ দেন অনুষ্ঠানের প্রধান

অতিথি প্রাক্তন শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। তিনি বলেন, শিল্প উৎপাদনের সাথে বয়লার জড়িত। বয়লার পরিচারকরা দায়িত্বশীলতা ও পেশাদারিত্বের সাথে বয়লার পরিচালনা করে শিল্প দুর্ঘটনা প্রতিরোধে কার্যকর অবদান রাখতে পারে। তিনি ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দেশের শিল্প কারখানায় নিরাপদ বয়লারের ব্যবহার পাঁচ গুণ বাড়াতে

প্রথম শ্রেণির বয়লার পরিচারকদের সনদ বিতরণ করছেন প্রাক্তন শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ

হবে বলে মন্তব্য করেন। শিল্পসচিব বলেন, বর্তমান সরকার শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাত বিকাশের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এখাতের পরিবেশবান্ধব ও টেকসই উন্নয়নে প্রশিক্ষিত বয়লারদের কার্যকর অবদান রাখার জন্য আহবান জানান তিনি।

এনপিও এবং বিএসপিপি'র মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

এনপিও এবং বিএসপিপি-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব সহ অন্যন্য কর্তকর্তাবৃন্দ

দেশে ওষুধ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত ওষুধের গুণগত মানোন্নয়ন এবং এখাতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে যৌথ অংশীদারিত্বে কাজ করতে সম্মত হয়েছে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি অর্গানাইজেশন (এনপিও) এবং এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ফার্মাসিউটিক্যাল প্রফেশনালস্ (বিএসপিপি)। গত ১৩ মার্চ এ লক্ষ্যে দু' পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। শিল্পসচিবের উপস্থিতিতে সমঝোতা স্মারকে এনপিও'র পক্ষে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এস.এম. আশরাফুজ্জামান এবং বিএসপিপি'র পক্ষে সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক ইশতিয়াক মাহমুদ স্বাক্ষর করেন। শিল্প মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিএসপিপি'র কেন্দ্রীয় কমিটির নেতারা উপস্থিত ছিলেন। সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ওষুধ শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বাড়াতে উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে। সমঝোতা স্মারকে আরও বলা হয়, উভয় প্রতিষ্ঠান প্রতিবছর যৌথভাবে ২ অক্টোবর জাতীয় উৎপাদনশীলতা দিবস উদ্‌যাপন করবে। অনুষ্ঠানে শিল্পসচিব এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগকে ওষুধ শিল্পখাতের উন্নয়নে একটি মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ফলে দেশের ওষুধ শিল্পখাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রয়াস জোরদার হবে। এ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য খাতের উদ্যোক্তারাও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ ধরনের উদ্যোগে সামিল হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

"ই-গভর্ন্যান্স এন্ড আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ডিজিটাল বাংলাদেশ" প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন

ই-গভর্ন্যান্স এন্ড আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ডিজিটাল বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করছেন শিল্প সচিব

সম্প্রতি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) আয়োজিত " ই-গভর্ন্যান্স এন্ড আইসিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর ইমপ্লিমেন্টেশন অব ডিজিটাল বাংলাদেশ" শীর্ষক দশ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন শিল্প সচিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্। প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে ই-গভর্ন্যান্সকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এতে অংশ গ্রহণ করেন। এ প্রশিক্ষণ কোর্সে ই-গভর্ন্যান্স এর পাশাপাশি সাইবার সিকিউরিটি বিষয়েও পাঠদান করা হয়। বিআইএম এর মহাপরিচালক জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান এর সভাপতিত্বে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব বক্তব্যে বলেন, বিআই-এম জাতীয় পর্যায়ে একটি স্বনামধন্য শীর্ষস্থানীয় সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। এ প্রশিক্ষণ কোর্সটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন করতে পারলে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অংশ হিসেবে ই-গভর্ন্যান্স আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ হবে। বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশ নেন।

ড্রামজাত খোলা ভোজ্যতেল বিক্রির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ

ড্রামজাত খোলা ভোজ্য তেল বাজারজাতকারীদের বিরুদ্ধে 'ভোজ্যতেল সমৃদ্ধকরণ আইন ২০১৩' অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়ার তাগিদ দিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পুষ্টিখাতের বিশেষজ্ঞরা। তারা বলেন, দেশে ব্যবহৃত মোট ভোজ্যতেলের শতকরা ৬৫ ভাগ ড্রামজাত খোলা তেল। এসব খোলা তেলের ৬০ শতাংশ ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ ছাড়াই বাজারজাত করা হচ্ছে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে মারাত্মক স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে। যেসব ড্রামে এ তেল বিক্রি হচ্ছে সেগুলো স্বাস্থ্যসম্মত নয় বলে তারা মন্তব্য করেন। খোলা ভোজ্য তেলে

'ফর্টিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমৃদ্ধকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ দাবিরুল ইসলাম।

ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের নিয়ে আয়োজিত জাতীয় কর্মশালায় গত ০৪ মার্চ বক্তারা এ তাগিদ দেন। গ্লোবাল অ্যালায়েন্স ফর ইম্প্রুভড্ নিউট্রেশন (GAIN) এর সহায়তায় শিল্প মন্ত্রণালয় বাস্তবায়নাধীন 'ফর্টিফিকেশন অব এডিবল অয়েল ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজধানীর একটি হোটেলে এ সেমিনার আয়োজন করা হয়। প্রকল্পের পরিচালক ও মন্ত্রণালয়ের যুগ্মপ্রধান মোহাম্মদ তাসারফ হোসেন ফরাজীর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ দাবিরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আইসিডিডিআরবি'র উর্ধ্বতন পরিচালক ডা. তাহমিদ আহমেদ। প্রধান অতিথি মোঃ দাবিরুল ইসলাম বলেন, দেশের দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ ভোজ্য তেল প্রাপ্তি নিশ্চিত করা অত্যাবশ্যক। সামাজিক ও নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে ভোজ্যতেল রিফাইনারী মালিকদের ভোজ্য তেল উৎপাদনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তৃণমূল পর্যায়ে ভোজ্যতেলে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধকরণ তদারকি করতে বিএসটিআইয়ের আওতায় একটি মনিটরিং সেল গঠন করা যায়। তিনি এমডিজির বিভিন্ন লক্ষ্য বিশেষ করে মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করেছে বলে উল্লেখ করেন।

Productivity Movement: A Crucial Need for Sustainable Development and Growth of Bangladesh

Md. Khairul Kabir Menon
Deputy Secretary
Ministry of Industries

Introduction:

Productivity is the relationship between the quantity of output and quantity of input used to generate the output; so productivity = output /input. It is basically the measure of the effectiveness and efficiency of organizations in generating output with the resources available. Output-input can be measured by measuring labor and capital require for production. Output can be expressed in physical quantity and financial value while input can be measured by number of workers, hours worked, and cost of labor.

The key success factors for productivity as per Lee Kun Yew, Prime Minister of Singapore "---Productivity will come the day we get it into everybody's head that he has a critical contribution---it's got to do with self respect, it's got to do with cooperation between workers, and between worker-manager on the same side."

As per Japan Productivity Centre "Productivity is a mental attitude that leads to practical action, resulting in real improvement for everyone---."

Development vs Sustainable Development:

Various schools of thoughts defined development in multidimensional aspects and ways. The term "positive change" is the most meaningful and simplest definition of development. On the other hand as per the United Nations Conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro in 1992 sustainable development is "Development that meets the needs of the present, without compromising the ability of future generations to meet their own needs."

Sustainable development is conceived to be anchored on three pillars, which are to evolve concomitantly on sustainable factors, namely, economic, social and environmental; and to be centered on the human being, implying that the process of sustainable development is necessarily inclusive and should promote unity in cultural and other forms of diversity. But it is essential, in the context of establishing this unity, that diverse cultures, interests and wishes, particularly of the downtrodden and disadvantaged groups, are facilitated to flourish and find proper expressions in appropriate forms. Sustainable developments also invokes intra and inter generational equity, i.e. equity among and within nations at the present time and the management of natural and other resources such that while the present generation meets its needs, the future generations can meet theirs too.

Productivity Movement:

Productivity Movement refers to the commitment and active involvement by the government, employers and employees in activities to increase productivity. All industries and public sectors regardless of scale of these enterprises and organizations are to be encouraged to participate in such activities.

Productivity movement will definitely increase the productivity as a whole and will also increase employment of the country in the long run. Government, employers and labor must work together to implement measures to improve productivity and its sustainability. Principles to increase productivity must ensure the distribution of fruits of increased productivity among

management, labor & consumers to make sustainable productivity and growth of the country.

Productivity movement in Bangladesh:

In our country productivity movement started in the year 1989 by establishing National Productivity Organization (NPO). NPO was established to increase national productivity and economic development by organizing various training and providing consultancy services related to productivity.

Productivity Goal of Bangladesh:

The main goal of Productivity is to become a middle income country where poverty will be completely eradicated. Main objectives of productivity in Bangladesh are:

1. Every citizen has equal opportunities to achieve his/her fullest potential;
2. All citizens enjoy a quality of life i.e. basic health care and adequate nutrition are assured;
3. All citizens have access to a modern, technical, and vocational education tailored to meet the human resource needs of a technologically advancing nation;
4. Sustainability of development is ensured;
5. Respect for the principles of democracy, rule of law, and human rights;
6. Gender equality; and
7. The diversity and creativity of all people are valued and nurtured.

With regard to the problems of stakeholders NPO Bangladesh considers the following methods for identifying the needs of stakeholders:

1. Create an information profile regarding the different nature of manpower, which is directly or indirectly involved in the process of productivity/services, and find out the total percentage of skilled, semi-skilled and un-skilled manpower from the stakeholders.
2. Prepare training profile separately as per job status and job elements for the stakeholders.
3. Conduct different types of training programs for the stakeholders at enterprise level in the areas of material management, measurement of Total Factor Productivity(TFP), Total Quality Management (TQM), waste management, organizational behavior and motivation for reducing the gap between management and the base-level people.
4. Conduct benchmarking survey/study and survey and study of waste minimization practices so that the stakeholders can identify the best practices to the other benchmarking partners.

Government has published a national strategy namely The National Sustainable Development Strategy (NSDS). As per the government documents key Priority areas are:

- Sustained Economic Growth
- Development of Priority Sectors
- Urban Environment
- Social Security and Protection
- Environment, Natural Resource and Disaster Management
- Cross Cutting Areas
- Good Governance
- Institutional Framework

Strategies for Improved Productivity Movement in Bangladesh:

By the commitment from the top management of the country and hard labor from all stakeholders, the government of Bangladesh has very successfully achieved the Goals and targets of MDGs. Now the government has taken various integrated and holistic approach to achieve the Goals and Targets of SDGs. To achieve vision 2021 and vision 2041 active productivity movement for sustainable development and growth of the country is of crucial need. For this following strategies may be followed:

- Develop a framework for sustainable productivity movement.
- Market survey to find out present status
- Development of human resources.
- Time bound new development strategy with action plan.
- Ensuring quality and effectiveness of products and services
- Ensuring top management's commitment and involvement.
- Specialized training for research and innovation towards sustainable development
- Creating awareness about global trade and taking action accordingly
- Joint commitment, cooperation and collaboration of government, employer and workers.
- Fair distribution of fruits of production among management, labor and consumer.
- Introducing various techniques of TQM to improve productivity.
- Develop management consultancy capability in the private sector.
- Strong organizational structure.
- Introduce Benchmarking and good practice.

Finally, we can conclude that to ensure successful productivity we must have critical mass of organizations and individuals who know that they will be benefitted from it, are proud to be part of it, and are willing as well as ready to make it succeeded.

আমাদের কথা

একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হচ্ছে শিল্পায়ন। শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে প্রণীত হয়েছে 'জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬'। যেখানে প্রথমবারের মতো সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। শিল্পখাতে অব্যাহত টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে অর্থনীতিকে গতিশীল ও শিল্পখাতকে বিশ্ব পর্যায়ে প্রতিযোগিতা সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক, উচ্চ অগ্রাধিকার শিল্প খাত সৃষ্টি, পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন প্রক্রিয়া, সুসংহত ব্যক্তিখাত গড়ে তোলার জন্য প্রায়োগিক নীতি ও কৌশলগত সুবিধা প্রদানের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের বিনিয়োগ উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের উন্নয়ন, পণ্যের গুণগতমান উন্নয়ন ও পণ্য বহুমুখীকরণ, মেধা সম্পদ সুরক্ষা, বেসরকারি খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান, দেশীয় শিল্পের বিকাশ, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সুরক্ষা, কৃষি ও শ্রমঘন শিল্পের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। সরকারের শিল্পায়ন কৌশলের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করে বিশ্ব মানচিত্রে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিল্পবার্তা এসব কর্মকাণ্ডেরই চিত্র তুলে ধরে। শিল্পবার্তার মানোন্নয়ন ও সৌকর্য বৃদ্ধির জন্য পরামর্শ ও সহযোগিতা কাম্য। তথ্য ও লেখা দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্টদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

সম্পাদনা পরিষদ

মোঃ দাবিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব

লুৎফুন নাহার বেগম
অতিরিক্ত সচিব

প্রতুল কুমার সাহা
উপসচিব

মোঃ আবদুল জলিল
উপ-প্রধান তথ্য কর্মকর্তা

প্রকাশনায়ঃ শিল্প মন্ত্রণালয়, ৯১ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০, ই-মেইলঃ shilpabarta.moind@gmail.com, web:www.moind.gov.bd